# আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬

# International Women's Day 2016

Planet 50-50 by 2030 : Step it up for Gender Equality

অধিকার, মর্যাদায় নারী পুরুষ সমানে সমান

## স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
## আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীর অনেক লড়াই, অনেক সংগ্রামের ইতিহাসে বোনা একটি দিন। নারীর অর্জন আর অগ্রযাত্রার প্রতীক এই নারী দিবস প্রতি বছর একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য নিয়ে উদযাপিত হয়। এ বছর জাতিসংঘে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য– "Planet 50-50 by 2030: Step it up for Gender Equality". বাংলাদেশের প্রতিপাদ্য– "অধিকার, মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান"।

জাতিসংঘে এ বছরের ৮ মার্চ উদযাপনে গুরুত্ব পাচ্ছে- কীভাবে ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রমে এজেন্ডাকে বেগবান করা যায় এবং সদ্য গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)তে এর ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন। সেইসংগে Women's Step It Up initiative -এ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দেয়া নতুন প্রতিশ্রুতি এবং জেন্ডার সমতার জন্য বিদ্যমান প্রতিশ্রুতিসমূহ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর মানবাধিকার।

নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এলজিইডির প্রয়াস দীর্ঘদিনের। পল্লী ও নগর অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এলজিইডির প্রধান কাজ হলেও এসব কার্যক্রমের মধ্যে জেন্ডার সমতা, তথা নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।

গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি ১৯৮৫ সালে ফরিদপুরে প্রথম পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণে মাটির কাজে পুরুষের সঙ্গে নারীদের সম্পৃক্ত করে। এটাই ছিলো নারী উন্নয়নে এলজিইডির প্রথম পদক্ষেপ। এরপর ধাপে ধাপে শহর ও গ্রামের দুঃস্থ নারীদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিধি বাড়ানো হয়। পরবর্তীতে মনোনিবেশ করা হয় নারীর দক্ষতা ও মেধা বিকাশের দিকে ।

নারীর জন্য কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, নারী-পুরুষের মধ্যকার বিভেদ দূর করার বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে পুরুষের জন্য জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়নের নানান পদক্ষেপ, নেতৃত্ব সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এলজিইডি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরী, এলজিইডি সদর দপ্তরে শিশু দিবা যত্নকেন্দ্র স্থাপন, নারীদের জন্য পৃথক নামাজের স্থান, পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা ইত্যাদি এলজিইডিতে নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে এলজিইডির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে "জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম" প্রতিষ্ঠা। এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয় করে জেন্ডারকে মূল ধারায় নিয়ে আসা, জেন্ডার সচেতনতা সংক্রান্ত নতুন বিষয় উদ্ভাবন এবং এসব বিষয়ে শুদ্ধ চর্চার জন্য একটি প্লাটফরম তৈরীর উদ্দেশ্যে ২০০০ সালে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এই ফোরাম গঠিত হয়।

অধিকার ও মর্যাদায় নারী পুরুষকে সমানে সমান রাখতে অর্থাৎ জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তা টেকসই করতে এলজিইডির রয়েছে নিজস্ব জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল ও সেক্টর ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে প্রণীত এই কৌশল পত্রে তিনটি প্রাতিষ্ঠানিক ও ছ'টি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ মোট নয়টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমতা কৌশলে উল্লেখিত বিষয়েসমূহের মধ্যে বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অর্জিত অগ্রগতির চিত্র নিচে দেয়া হলোঃ

## Local Government Engineering Depertment
## International Women's Day 2016

08 March- International Women's Day. This day is the result of a history of struggle and fight by women for their rights. It symbolizes women's achievement and progress in this regard. Every year it is celebrated with a particular theme in mind. The main theme of International Women's Day 2016 is "Planet 50-50: Step it up for Gender Equality," Theme of Bangladesh- "Women and men are equal in Rights and Dignity."

The United Nations observance on 8 March 2016 will reflect on how to accelerate the 2030 Agenda , building momentum for the effective implementation of the new Sustainable Development Goals, (SDG) will eqully focus on new commitments under UN Women's Step It Up initiatives, and other existing commitments on gender equality, women's empowerment and women's human rights.

LGED has been working since long for the establishment of equal rights and dignity among the men and women. Though main responsibilities of LGED is involved in physical infrastructure development of the rural and urban area, LGED has adopted a number of approaches very carefully and efficiently to establish gender equity among those activities, such as equal rights and equal dignity among men and women.

In 1985, for the first time, LGED included women along with men in earthen rural road maintenance work in Faridpur for the economic development of destitute rural women, This was the first step of LGED for women development. Following this, working facilities and working area have been created step by step for the rural and urban destitute women. Subsequently, attention has been diverted towards the utilization of women's skill and merit.

LGED has been working relentlessly in the areas of employment and self-employment for women. Providing different skill development training to women for making them efficient; organizing gender training for men to create male support group in favor of women's development; several initiatives has been taken for women empowerment and leadership development.

Establishment of day care center for children at LGED Head Quarters, separate prayer room and separate toilet facility for the female etc. is the shining example regarding the establishment of equal rights and dignity of women and men under LGED. Establishment of "Gender and Development Forum" is the most important step regarding gender institutionalization in LGED. To establish a separate platform for putting the gender into the main stream through coordination among development projects, innovation of new approaches regarding gender awareness and correct exercises of these issues Gender and Development forum has been established in the year 2000 under the leadership of an Additional Chief Engineer.

To establish gender equality and making it sustainable, LGED has developed a gender equity strategy of its own along with a sectoral work Plan. The strategy paper formulated in the light of national women development policy constitutes three institutional and six operational totaling nine issues. Among the total issue, the progress of the operational six issues for the year 2014-2015 is indicated below:

**অবকাঠামো উন্নয়ন**

অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুযায়ী তা নারী বান্ধব করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ডিজাইন করতে হবে। এক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক সব ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ও উপজেলা পরিষদ ভবন/সম্প্রসারিত ভবনের ডিজাইনে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

**কর্মসংস্থান ও কর্ম-পরিবেশ**

**ক) কর্মসংস্থান**

কর্মরত নারী-পুরুষের অনুপাতের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যে সব কাজ নারীদের জন্য বেশী উপযোগী সেখানে অধিকহারে নারীর পদ সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী পদে নারী প্রকৌশলী কর্মরত রয়েছেন। এলজিইডি ও এর প্রকল্পে কর্মরত পদ ভিত্তিক নারী-পুরুষের অনুপাতের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে এবং মজুরীর সমতা আনতে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৯.৫৭ লক্ষ নারীর জন্য কর্মসংস্থান করা হয়েছে।

**খ) কর্ম-পরিবেশ**

এলজিইডিতে নারী বান্ধব কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেন্ডার ফোরামের তত্ত্বাবধানে একটি "অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ও নিরসন কমিটি" গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্মক্ষেত্রে নারীদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ন বিষয়ক অভিযোগ পর্যালোচনা করবে। এরূপ ঘটনা ঘটলে জাতীয় আইনের আওতায় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যাতে যথাযথ আইনগত সহায়তা পায় সে বিষয়ে কমিটি প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। কর্মস্থলে নারীদের কর্মক্ষমতা বাড়ানো ও মাতৃবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। শিশুর দুধের অধিকার নিশ্চিত করতে কর্মকালীন সময়ে মায়েদের শিশু দিবা যত্ন কেন্দ্রে গমনের সুযোগ রাখা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৯.৭৬ লক্ষ নারীর জন্য বাসস্থান, বিশ্রামাগার, পৃথক টয়লেট, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি সহায়ক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

**Infrastructure Development**

In case of infrastructure development, adequate planning and design should be made to make the infrastructure women friendly. To this end, in the design of all Union Parishad complex and Upazila Parishad Bhaban / Extended Bhaban constructed by LGED separate toilet and other facilities for women are ensured.

**Employment and working environment**

**a) Employment**

In order to minimize the gap of the existing ratios of working men and women, adequate measures need to be taken to reserve those positions which are particularly suitable for women. In this case, women engineers have already been working in the position like Project Director, Deputy Project Director, Executive Engineer, Senior Assistant Engineer and Assistant Engineer under LGED. In order to minimize the existing gap between the ratios of working position of men and women under LGED and project, preparation of a work plan for future recruitment is under processing. In case of employment generation through development activities, necessary steps have already been taken to increase women participation as well as to bring equity in wage structure. During the financial year 2014-2015, employment of 19.57 lakc female have been made.

**b) Working Environment**

To ensure women friendly working environment at LGED, an "Internal Observation and Mitigation Committee" have been constituted under the supervision of gender forum. The committee will discuss the complaints relating to physical, mental and sexual harassment of women in the work place. If such occurrence happened, the committee will provide necessary assistance to the victim so that she can avail adequate legal support under the existing national laws. Child day care center has been established to increase working efficiency of women in the work place and to ensure mother friendly working environment. Provisions have also been made for the lactating mother to visit the child day care center during the working hour to ensure the right of the child for milking. Facilities like accommodation, rest house, separate toilet, first aid etc. at the tune of 19.76 lakc women have been ensured through different projects during the financial year 2014-2015.

## প্রশিক্ষণ

এলজিইডির প্রশিক্ষণ ইউনিট সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসব প্রশিক্ষণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবারই সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়। সম্পূর্ণ জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ছাড়াও ৩ (তিন) দিন বা তদূর্ধ্ব যে কোনও বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সে জেন্ডার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে কমপক্ষে ১ (এক) ঘন্টার একটি আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডিতে ৩১.৬৪ লক্ষ প্রশিক্ষণ দিবস অর্জিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে ৩.০২ লক্ষ প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে ১.৫৬ লক্ষ জন নারী।

## সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

এলজিইডির সকল কাজেই নারীদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন কমিটি, যেমন– পদোন্নতি কমিটি, প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি, আইসিটি কোর টিম ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। একইভাবে সুফলভোগী পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি যেমন: এলসিএস, বিল ব্যবহারকারী কমিটি, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া পৌরসভা পর্যায়ে টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও ওয়ার্ড লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীর অংশগ্রহণের বিষয় প্রকল্প থেকে নিয়মিত পরীবিক্ষণ করা হয়ে থাকে।

## ক্ষমতায়ন

এলজিইডির কর্মকাণ্ডে নারী ক্ষমতায়নের নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে– প্রশিক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তি, উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, অর্জিত সম্পদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার ইত্যাদি। যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপযোগিতার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে এসব ক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে সংগঠন/কমিটি/গ্রুপ ইত্যাদিতে কার্যকর ও সফল প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য হারে নারীর মনোনয়ন/ পদায়নের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। দরিদ্র নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫৯৩০ জন নারীকে ১৭.৫৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হয়েছে।

## Training

Training unit of LGED organizes different types of training trough out the year. Irrespective of men and women equal facilities are ensured for all in these training programs. Excepting gender related training, any training course of 3 days duration or more, gender issues are incorporated and provisions are made for discussion for a period of at least one hour. During the financial year 2014-2015, a training target of 31.64 lakc training days have been achieved under LGED. In these training, 3.02 lakc trainee participated of which 1.56 lakc were female.

## Participation in decision making process

In all activities of LGED, effective participation of women is ensured. There is women participation in different committee like- Promotion committee, Proposal evaluation committee, ICT core committee etc. Similarly, women participation is also ensured in different committees of beneficiary level, such as, Labor contracting societies (LCS), Beel user's group, Water resource management committee etc. Besides, the issue of women's participation in town level coordination committee at Pauroshava level and ward level coordination committee and market management committees are regularly monitored from the projects.

## Empowerment

The specified areas of women empowerment under the activities of LGED are training, information technology, earnings, inheritance, loan, rights to full control over he earned resources. Based on competitiveness female are included in these activities rationally through necessary analysis. At the same time, priorities are given to nominate notable number of women to ensure effective and successful representation at organization / committee / group level relating to decision making process at all stages. For financial empowerment of poor women, an amount of 17.55 crore taka has been given to 5930 women as micro credit during the financial year 2014-2015.

**অর্থায়ন**

জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল বাস্তবায়নে এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা থেকে নিয়মিত অর্থ প্রবাহ নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা ও প্রশাসন শাখা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। এলজিইডির সকল কার্যক্রমে জেন্ডার সচেতন মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ইউনিটের মাধ্যমে জেন্ডার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে আনুপাতিক হারে অর্থের সংস্থান রাখা হয়। প্রতিটি প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় বাজেট সংরক্ষণ এবং জেন্ডার ফোরামকে সমীক্ষা/মূল্যায়ন কাজে সহায়তার জন্য সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় প্রকল্প প্রণয়ন করার নির্দেশনা রয়েছে।

**উপসংহার**

পৃথিবীব্যাপী নারীরা আজ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অর্জনে পুরুষের পাশাপাশি অবদান রেখে চলেছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণে দেশের উন্নয়নের পালে লেগেছে হাওয়া। দেশ এগিয়ে চলেছে মধ্যম আয়ের দিকে। উন্নয়নের এই গতি আরও তরান্বিত হবে। এ দেশ একদিন দাঁড়াবে উন্নত দেশের কাতারে। অর্জিত হবে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। আর এই মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি হবে গর্বিত অংশীদার।

**আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন**

২০১০ সাল থেকে এলজিইডি ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করে আসছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে প্রতিবছর জেলা পর্যায়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলজিইডি অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া এলজিইডি সদর দপ্তরে বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার কার্যক্রম বিষয়ক প্রদর্শনী এবং পল্লী, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন– এই তিন সেক্টরে প্রকল্পের সহায়তায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠা শ্রেষ্ঠ নারীদের সম্মাননা দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এবছরও আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৬ উদযাপিত হচ্ছে। এলজিইডির পক্ষ থেকে আত্মনির্ভরশীল শ্রেষ্ঠ নারীদের অভিবাদন।

**Financing**

Identifying the areas of fund allocation for gender equity strategy implementation and institutionalization necessary steps are taken from Planning and administration unit to ensure regular fund flow from Government and development partners so as to ensure the preparation and implementation of gender sensitive budget. In order to develop gender aware human resource under all activities of LGED, budgetary provisions are kept proportionately from the annual development program under training unit of LGED for conducting gender related training. Considering the gender related activities necessary budget reservation and assisting the gender forum for conducting study / evaluation should be incorporated during the preparation of each project under the assistance of Government and development partners.

**Conclusion**

Worldwide, women continue to contribute to social, economic, cultural and political achievement. The participation of women alongside the men has got new dimension for the national development. The country has been proceeding towards the margin of medium income group country. The spirit of this development will be more accelerated. One day this country will evolve in the line of developed country. Equal right and dignity of women and men will be established and LGED would be the proud partner for the establishment of such dignity.

**Celebration of International Women's day**

Since 2010, LGED has been organizing well thought out programs to observe International Women's Day marked with different activities including rallies in the districts and thematic photo gallery on different activities of women in different projects, has honored the best self-reliant women beneficiaries from rural, urban and small scale water development sector for their achievements. Celebration of International Women Day 2016 is a continuation of the same. We LGED, would like to salute the top self reliant women of this year.

# আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬
# সেক্টরভিত্তিক পুরস্কারপ্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল নারীদের সংক্ষিপ্ত কর্মপরিচিতি

## পল্লী উন্নয়ন সেক্টর

সমগ্র বাংলাদেশে এলজিইডির বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে এসব নারীদের জন্য। দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। এবছর সারাদেশ থেকে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া ৫৫ জন সফল নারীর মধ্যে নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যে তিনজন শ্রেষ্ঠ নারী নির্বাচিত হয়েছেন তাদের বিবরণ নিচে দেয়া হলো:

মোছাঃ রেজিয়া বেগম নেত্রকোনা সদর উপজেলার মৃত আব্দুল হেকিম এর স্ত্রী। তিনি ২০০৮-২০১৩ মেয়াদে পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (আরইআরএমপি) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ইউনিয়ন মহিলা ফোরামের একজন সদস্য। পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি (আরইআরএমপি) শীর্ষক প্রকল্পে কর্মকালীন সময়ে তিনি প্রকল্প থেকে আয়বর্ধকমূলক, সচেতনতা এবং জেন্ডার ও পরিবেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি নিজস্ব বসতভিটায় শাক-সবজি চাষ, গাভী, হাঁস-মুরগী পালনের মাধ্যমে বছরে আনুমানিক ১.০০ লক্ষ টাকা লাভ করছেন। তাঁর মূলধনের পরিমাণ ২.৭০ লক্ষ টাকা।

মোছাঃ মনোয়ারা বেগম সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার গোলাপ মিয়ার স্ত্রী। তিনি তাহিরপুর উপজেলার সিবিআরএমপি প্রকল্পের আওতায় প্রাণীসম্পদ ভ্যাকসিনেটর হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন। তখন থেকেই তিনি নিজ গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী ১৮ টি গ্রামে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী, মহিষ ও ঘোড়ার চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন। ভ্যাকসিনেসনের মাধ্যমে তাঁর বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকা। বর্তমানে সক্ষম হয়েছেন ৭৬ হাজার টাকা মূলধন গঠনে।

মোছাঃ খোদেজা বেগম পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আনসার হাওলাদার এর স্ত্রী। খোদেজা বেগম আরআরএমএআইডিপি ও সিসিএপি প্রকল্পের মাধ্যমে আয়বর্ধকমূলক, সচেতনতা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি একজন এলসিএস কর্মী। হাঁস-মুরগী পালনের পাশাপাশি তিনি মাছ চাষ ও গরুর ব্যবসা করেন। তাঁর বার্ষিক লাভের পরিমাণ ৩০ হাজার টাকা। বর্তমানে তিনি ৮২ হাজার টাকা মূলধন গঠনে সমর্থ হয়েছেন। তিনি স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে এলাকায় পরিচিত।

# নগর উন্নয়ন সেক্টর

এলজিইডির নগর উন্নয়ন সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প থেকে দুঃস্থ নারীদের ক্ষুদ্রঋণ ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এবছর প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন পৌরসভা থেকে মনোনীত ১৪ জন আত্মনির্ভরশীল নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিন জন নারীর সাফল্য গাঁথা নিচে দেয়া হলো:

প্রথমস্থান অধিকারী
আত্মনির্ভরশীল নারী
মোছাঃ শামসুন্নাহার

মোছাঃ শামসুন্নাহার বরগুনা জেলার বটতলা কলেজ রোড এর মৃত মোঃ আঃ মান্নান গাজীর স্ত্রী। ২০১৩ সালে শামসুন্নাহার ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের আওতায় বরগুনা পৌরসভার উদ্যোগে আয়োজিত সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পরে তাঁকে একটি নতুন সেলাই মেশিন দেয়া হয়। তিনি শুরুতে বাড়ীতে বসে সেলাই কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে কাজের চাহিদা বৃদ্ধি এবং আয় বাড়ার পর বরগুনা পৌরসভার কলেজ রোডে একটি দোকান ভাড়া করেন। তিনি পিতৃহারা ২ কন্যার স্কুল ও কলেজের লেখাপড়ার খরচ চালানোসহ নিজেই নিজের পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করেন। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় ২৫ হাজার টাকা এবং তাঁর বিনিয়োগের পরিমাণ ২.১০ লক্ষ টাকা। বার্ষিক লাভ দাঁড়িয়েছে ৮০ হাজার টাকায়।

দ্বিতীয়স্থান অধিকারী
আত্মনির্ভরশীল নারী
মেহেরুনিকা

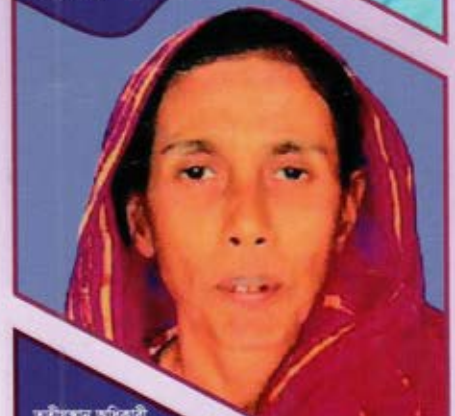

মেহেরুনিকা চাঁদপুর জেলার জেটিসি কলোনী জামতলা পূর্ব এর মোঃ আবুল হোসেন ব্যাপারীর কন্যা। মেহেরুনিকা ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর পৌরসভার উদ্যোগে প্যাকেজিং পদ্ধতি ও বাজার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণলব্দ জ্ঞান দ্বারা মিষ্টির বাক্স তৈরী শুরু করেন। নিজস্ব আয় দ্বারা তিনি নিজের এবং ৪ সন্তানের স্কুল ও কলেজের লেখাপড়ার খরচ চালানোসহ পরিবারের ১০ জন সদস্যের ভরন-পোষণ নির্বাহ করছেন। বর্তমানে তার মাসিক আয় ৬ হাজার টাকা। তাঁর বিনিয়োগ এর পরিমাণ ৩০ হাজার টাকা। বার্ষিক লাভের পরিমাণ ৩০ হাজার টাকা।

তৃতীয়স্থান অধিকারী
আত্মনির্ভরশীল নারী
আনজুমান আরা বেগম

আনজুমান আরা বেগম কক্সবাজার জেলার জিয়ানগর দক্ষিণ পাহাড়তলী এলাকার মৃত আব্দুর রাজ্জাক এর স্ত্রী। আনজুমান আরা ইউজিআইআইপি-২ প্রকল্পের আওতাধীন কক্সবাজার পৌরসভার বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জেডার কমিটির মাধ্যমে জাতীয় মহিলা অধিদপ্তর থেকে হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় প্রাপ্ত ঋণের টাকায় তিনি একটি টমটম গাড়ী ক্রয় করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের খরচসহ ছেলে মেয়ের পড়াশোনার খরচ তাঁর আয় দ্বারা পরিচালিত হয়। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ১.৪০ লক্ষ টাকা। বার্ষিক লাভের পরিমাণ ১.০৮ লক্ষ টাকা।

# পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর

এলজিইডির পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পে নারীরা সম্পৃক্ত হয়ে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এসব নারীরা খুঁজে পেয়েছেন আত্ম-কর্মসংস্থানের নানা পথ। এভাবেই তাঁরা সাবলম্বী হচ্ছেন। শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীর প্রাথমিক বাছাইয়ে মনোনীত ৩৯ জন সফল নারীর মধ্যে যে তিন জন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তারা হলেন:

মোছাঃ নুরজাহান সুলতানা ফরিদপুর জেলার মধুখালী সাতগাভিয়া গ্রামের মৃত আবু জাফর এর স্ত্রী। তিনি ২০০৯ সালে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর জেলার মধুখালী সাতগাভিয়া বিল পাবসস লিঃ. এর সদস্য হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সমিতির সভাপতি হিসেবে কর্মরত। তিনি এসএসডব্লিউআরডিপি -জাইকা প্রকল্প থেকে কৃষি ও মৎস্য চাষ বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি তাঁর নিজস্ব মৎস্য খামারের ৮টি পুকুরে বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য উৎপাদন করছেন। একই সঙ্গে বাড়ির আঙিনায় গরুর খামার তৈরী করেছেন। মৎস্য চাষ থেকে বছরে তিনি উপার্জন করেন ৩.৫০ থেকে - ৪.০০ লক্ষ টাকা।

মকলুদা খাতুন সোমা একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী, সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার মোঃ আজিজুর রহমান এর কন্যা মকলুদা খাতুন ২০১৫ সালে হিলিপ প্রকল্প থেকে টেইলারিং এর ওপর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর তিনি টেইলারিং ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে সফল হন। এখন তিনি একজন আত্মনির্ভরশীল নারী। তার প্রাত্যহিক আয় ৪০০/- থেকে ৫০০/- টাকা। ইতোমধ্যে তিনি ছোট ভাইকে ব্যবসার জন্য ১০ হাজার টাকা এবং ভাঙা ঘর পাকা করার জন্য মাকে ৪০ হাজার টাকা প্রদান করেন। সংসারের সকল চাহিদা মিটিয়ে প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা ব্যাংকে সঞ্চয় করছেন তিনি।

মোছাঃ ইসমত আরা শিল্পী জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর এর মোঃ আমজাদ হোসেন এর কন্যা। ইসমত আরা ২০১৩ সাল থেকে পিএসএসডব্লিউআরএসপি প্রকল্পের আওতায় জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর শ্রীখাল পাবসস লিঃ এর একজন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। তিনি প্রকল্প থেকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ নিয়ে মুরগী পালন শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর মুরগীর খামারে প্রতি ব্যাচে ২৫০০টি মুরগী পালিত হচ্ছে। তিনি নিজেই মুরগীর বাচ্চা থেকে বিক্রি পর্যন্ত ভ্যাকসিন প্রদান ও চিকিৎসা করে থাকেন। মুরগী পালন বাবদ তার বার্ষিক উপার্জন প্রায় ২.০০ লক্ষ টাকা ।